বাহ! গাউসে আযমের কতই মহান শান!

সাথে গাউসে আযমের ৮টি কারামত

উপস্থাপনায়:
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ
(দা'ওয়াতে ইসলামী)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

বাহ! গাউসে আযমের কতই মহান শান![১]

সাথে গাউসে আযমের ৮টি কারামত

আত্তারের দোয়া: হে মুস্তফার প্রতিপালক, যে ব্যক্তি এই "বাহ! গাউসে আযমের কতই মহান শান! সাথে গাউসে আযমের ৮টি কারামত" পুস্তিকাটি পাঠ করবে বা শুনবে, তাকে বদ আকীদা পোষণ এবং মন্দ মৃত্যু থেকে রক্ষা করুন এবং বিনা হিসেবে ক্ষমা করুন। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরুদ শরীফের ফযীলত

হযরত শায়খ হুসাইন বিন আহমদ কাউওয়ায বিসাতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন, আমি মহান আল্লাহর কাছে এই দোয়া করলাম যে, (হে আল্লাহ পাক,) আমি স্বপ্নে আবু সালিহ মুয়াযযিন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে দেখতে চাই। (আমার দোয়া কবুল হলো এবং) আমি স্বপ্নে তাঁকে ভাল অবস্থায় দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আবু সালিহ,আপনি কেমন আছেন? বললেন, হে

১. আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ১১ রবিউস সানী ১৪৪৪ হিজরী মোতাবেক ৬ নভেম্বর ২০২২ ইং গেয়ারভী শরীফের রাতে আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা, করাচীতে মাদানী মুযাকারার আগে বয়ান করেছেন। যাতে সারা দেশ থেকে আগত জামিয়াতুল মদীনার বহু শিক্ষকগণ অংশগ্রহণ করেন। তাছাড়া এই এগারো রাতে গাউসে পাকের বিভিন্ন কারামতও বয়ান করা হয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰه সাপ্তাহিক পুস্তিকা অধ্যয়ন বিভাগের পক্ষ থেকে আমীরে আহলে সুন্নাতের এই বয়ান ও গাউসে পাকের কারামতসমূহ লিখিতরূপে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

www.dawateislami.net

আবুল হাসান, যদি রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র পবিত্র সত্তার প্রতি অধিক হারে দরুদ শরীফ না পড়তাম তবে ধ্বংস হয়ে যেতাম।

(সাআ'দাতুদ দারাইন, ১৩৬ পৃষ্ঠা)

যাতে ওয়ালা পে বারবার দুরূদ বারবার অউর বেশুমার দুরূদ,
বেঠতে উঠতে জাগতে সোতে হো ইলাহী মেরা শিআর দুরূদ।

(যওক্বে নাত, ১২৩-১২৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

শাহে বাতহা কা মাহ পারা হে, ওয়াহ কিয়া বাত গাউসে আ'যম কী
সায়্যিদা ফাতিমা কা পিয়ারা হে, ওয়াহ কিয়া বাত গাউসে আ'যম কী।
ইয়ে তো সব আউলিয়া কা আফসার হে, ইবনে যাহরা হে, ইবনে হায়দার হে
অউর হাসানাইন কা দুলারা হে, ওয়াহ কিয়া বাত গাউসে আ'যম কী।
গাউসে আ'যম হে শাহে জিলানী, পীরে লাসানী, কুতুবে রাব্বানী
উন কে উশশাক নে পুকারা হে, ওয়াহ কিয়া বাত গাউসে আ'যম কী।
শহরে বাগদাদ মুঝ কো হে পেয়ারা, খুব দিলকশ ওয়াহাঁ কা নাযারা
মেরা মুর্শিদ জো জলওয়া-আরা হে, ওয়াহ কিয়া বাত গাউসে আ'যম কী।
"হাম কো "গিয়ারা" কা হে আদদ পিয়ারা, উন কী তারীখে উরস হে গিয়ারা,
ইয়ূঁ আদদ হাম কো পিয়ারা গিয়ারা হে, ওয়াহ কিয়া বাত গাউসে আ'যম কী।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, পৃষ্ঠা ৫৭৭-৫৭৯)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ঈমানের সাথে মৃত্যুর সুসংবাদ (ঘটনা)

হযরত শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه "আখবারুল আখইয়ার" এ লেখেন-এক বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه স্বপ্নে আল্লাহর সর্বশেষ নবী,মক্কী মাদানী, মুহাম্মদে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র যিয়ারত করলেন।

www.dawateislami.net

তখন আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, দোয়া করুন আমার যেনো কুরআনুল করীম ও আপনার সুন্নাতের উপর মৃত্যু হয়। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন, এমনই হবে। আর কেনোইবা হবে না, যেহেতু তোমার শায়খ হলো শায়খ আব্দুল ক্বাদির। সেই বুযুর্গ বলেন, আমি প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে তিনবার আবেদন করলাম। তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم (প্রতিবার) এই ইরশাদ করলেন, এমনই হবে আর কেনোইবা হবে না, যেহেতু তোমার শায়খ হলো শায়খ আব্দুল ক্বাদির।

(আখবারুল আখইয়ার, ১৫২ পৃষ্ঠা)

سُبْحٰنَ الله! গাউসে পাককে ভালবাসা এবং তাঁর সিলসিলায় অন্তর্ভূক্ত হওয়া, গাউসে পাকের মুরীদ হওয়ার কতইনা মহান ফযীলত।

মেরী মওত ভী আয়ে তাওবা পে, মুর্শিদ, হুঁ ম্যাঁ ভী মুরীদ আপ কা গাউসে আ'যম,
করম আপ কা গর হুয়া তো ইয়াক্বিনান, না হোগা বুরা খাতমা গাউসে আ'যম।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৫৫৩ পৃষ্ঠা)

সুলতানে বিলায়ত গাউসে পাক
ওয়ালিয়োঁ পে হুকুমত গাউসে পাক
শাহবাযে খিতাবত গাউসে পাক
ফানুসে হিদায়ত গাউসে পাক
আল্লাহ কী রহমত গাউসে পাক
হে বাইসে বরকত গাউসে পাক

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে গাউসে আ'যম, আমাদের পীর ও মুর্শিদ, শাহানশাহে বাগদাদ, হুযুরে গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মহান শানের অধিকারী এবং তাঁর সদকায় তাঁর মুরীদ ও ভক্তরাও বরকতের অধিকারী হয়।

www.dawateislami.net

এমনটি হওয়াই স্বভাবিক। কারণ, মুনিবের শ্রেষ্টত্বের মাধ্যমে গোলামও শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর অধিকারী হয়।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে আমৃত্যু গাউসে পাকের গোলামীতে অবিচল থাকার তৌফিক দান করুন এবং কিয়ামতেও গাউসে পাকের গোলাম হিসাবে পুনরুত্থিত করুক। খলীফায়ে আ'লা হযরত, মাদ্দাহুল হাবীব, মাওলানা জামিলুর রহমান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লেখেন,

নিদা দেগা মুনাদী হাশর মেঁ ইউঁ ক্বাদিররিয়োঁ কো
কিধার হে ক্বাদিরী কর লেঁ নাযারা গাউসে আ'যম কা।
(ক্বাবালায়ে বখশীশ, ৯৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মহান আল্লাহর প্রিয়ভাজন

হাদীসের প্রসিদ্ধ কিতাব "বুখারী শরীফ"-এ সাহাবীয়ে রাসূল হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, যখন আল্লাহ পাক কোনো বান্দাকে ভালবাসেন তখন হযরত জিবরীল عَلَيْهِ السَّلَام কে ইরশাদ করেন যে আল্লাহ পাক অমুক বান্দাকে ভালবাসেন অতএব তুমিও তাকে ভালবাসো। হযরত জিবরীল عَلَيْهِ السَّلَام তাকে ভালবাসেন। তারপর হযরত জিবরীল عَلَيْهِ السَّلَام আসমানি সৃষ্টির মাঝে ঘোষণা করেন যে, আল্লাহ পাক অমুক বান্দাকে ভালবাসেন অতএব তোমরাও তাকে ভালবাসো। সুতরাং আসমানবাসীরাও তাকে ভালবাসতে শুরু করে। তারপর পৃথিবীবাসীর মধ্যে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি করা হয়। **(বুখারী, ২/৩৮২, হাদীস ৩২০৯)**

www.dawateislami.net

হে আশিকানে গাউসে আ'যম, এ থেকে জানা গেলো-নেককার মুমিন ও আউলিয়া কিরামের মাক্ববুলিয়্যতে আ'ম্মা (অর্থাৎ সর্বসাধারনের মাঝে গ্রহণযোগ্যতা) তাঁর মাহুবূবিয়্যত (অর্থাৎ আল্লাহর প্রিয়ভাজন হওয়া)'র দলীল। যেভাবে হুযুর গাউসে আ'যম, খাজা গরীব নওয়ায, দাতা গঞ্জেবখশ আ'লী হাজভেরী এবং অন্যান্য জগৎ-বিখ্যাত আউলিয়া কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام 'র গ্রহণযোগ্যতা বিদ্যমান। তারা দুনিয়া থেকে পর্দা করেছেন শত শত বছর অতিবাহিত হয়েছে কিন্তু তাঁদের ভালবাসার ঝর্ণা আমাদের অন্তরে এখনো প্রবাহমান। আরো জানা গেলো যে, "ওয়ালী হওয়ার একটি আলামত হলো যে সৃষ্টিজগৎ তাঁকে ওয়ালী বলবে আর স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাঁর প্রতি মন আকৃষ্ট হবে।

(তাফসীরে সীরাতুল জিনান, পারা ১৬, সূরা মারয়াম, ১৯৮ নং আয়াতের পাদটিকা, ৬/১৫৯)

হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন, স্বাভাবিকভাবেই মানুষের মুখ থেকে উচ্চারিত হয় '(হে)(হে)' বা '(হে)' আর মানুষের হৃদয় স্বয়ংক্রিয়ভাবে তার দিকে আকৃষ্ট হতে শুরু করে। স্বয়ংক্রিয় আকর্ষণই মহান আল্লাহর প্রিয়ভাজন হওয়ার প্রমাণ। হুযুর গাউসে পাক, খাজা আজমিরীর মতো বুযুর্গ- যাদের আমরা চোখে দেখিনি, কিন্তু সবাই তাঁদেরকে অন্তর থেকে ভালোবাসি। **(মিরআতুল মানাজীহ,৩/৩৮৯)** এ হলো গায়েবি এবং স্বাভাবিক ভালবাসা। ইমামে ইশক্ব ও মুহাব্বত, আশিক্বে গাউসে আ'যম, আ'লা হযরত গাউসে পাকের দরবারে নিবেদন করেন-

কুঞ্জিয়াঁ দিল কী খোদা নে তুঝে দীঁ এয়সী কর
কে ইয়ে সীনা হো মুহাব্বাত কা খযীনা তেরা

(হাদায়িকে বখশীশ, ৩১ পৃষ্ঠা)

কালামে রযার ব্যাখ্যা: আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ গাউসে পাকের দরবারে নিবেদন করছেন- অর্থাৎ, হে গাউসে পাক, আল্লাহ পাক আপনাকে

www.dawateislami.net

সৃষ্টিজগতের অন্তরের চাবি দান করেছেন, তো আমার বক্ষ উন্মুক্ত করে তাতে আপনার ভালবাসা ঢেলে দিন যেনো তা আপনার ভালবাসার ভান্ডার হয়ে যায়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে গাউসে আ'যম, আমার মুর্শিদ হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র প্রতি সাধারণ মানুষ তো ভক্তি প্রদর্শন করেই; বরং বড় বড় আউলিয়া কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام ও ভক্তি প্রদর্শন করেন। কেননা তিনি আউলিয়াদের সর্দার এবং বাগদাদের শাহানশাহ। শায়খ আ'রিফ বিল্লাহ আবু ইসহাক ইবরাহীম বিন মাহমুদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন, আমি আমার মুর্শিদ ইমাম আবু আ'ব্দুল্লাহ বাত্বইহীকে এমন বলতে শুনেছি যে-আমি হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র মুবারক যুগে হযরত সায়্যিদী আহমদ রিফাঈ' رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র কাছে কিছুদিন অবস্থান করলাম। একদিন শায়খ আহমদ রিফাঈ' বললেন, আমাকে হযরত শায়খ আব্দুল ক্বাদির জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র কিছু গুণাবলী বর্ণনা করুন। কিছু ফযীলত বর্ণনা করলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এলো এবং সে হযরত শায়খ আহমদ রিফাঈ' رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র দিকে ইশারা করে আমাকে বললো, তিনি (অর্থাৎ আমার শায়খ আহমদ রিফাঈ') ছাড়া আমার সামনে অন্য কারো ফযীলত বর্ণনা করো না। একথা শোনামাত্র হযরত সায়্যিদ রিফাঈ' رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অসন্তুষ্ট হয়ে খুব প্রতাপের দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন। তারপর হযরত সায়্যিদ আহমদ রিফাঈ' رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন, শায়খ আব্দুল ক্বাদির জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ'র ফযীলত ও গুণাবলী বর্ণনা করার সাধ্য কার আছে? শায়খ আব্দুল ক্বাদির জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র সমকক্ষ (আউলিয়া কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام 'র মধ্য হতে) কে

www.dawateislami.net

হতে পারে? সকল ওয়ালীদের মধ্যে তাঁর মর্যাদা অনেক উর্ধ্বে।[২] শায়খ সায়্যিদ আহমদ রিফাঈ' رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ আরো বলেন, শরীয়তের নদী গাউসে পাকের ডান হাতে আর হাকীকতের নদী তাঁর বাম হাতে। যা থেকে ইচ্ছা পানি পান করে নাও। আমাদের এই যুগে শায়খ আব্দুল ক্বাদিরের কোনো দ্বিতীয় (অর্থাৎ তাঁর সমকক্ষ) নেই।

হযরত ইমাম আবু আব্দুল্লাহ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন, একদিন আমি হযরত শায়খ আহমদ রিফাঈ' رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে তাঁর ভাতিজা ও বিশিষ্ট মুরীদদেরকে উপদেশ দিতে শুনেছি যে, এক ব্যক্তি বাগদাদ শরীফ গমনের উদ্দেশ্যে এলো। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন, যখন বাগদাদ শরীফ পৌঁছাবে তখন হযরত শায়খ আব্দুল ক্বাদির জিলানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ যদি দুনিয়ায় থাকেন তবে তাঁর যিয়ারত আর যদি পর্দা করেন তবে তাঁর মাযার মুবারকের যিয়ারত করার আগে অন্য কোনো কাজ করো না। তারপর

আতা কী হে বুলন্দী হক্ব নে আহলুল্লাহ কে ঝান্ডোঁ কো
মগর সব সে কিয়া উঁচা ফরেরা গাউসে আ'যম কা।
না কিয়ূঁ কর আউলিয়া উস আসতানে কে বানী মাঙ্গতা
কে ইক্বলিমে ভিলায়াত পর হে ক্বযা গাউসে আ'যম কা।

(ক্বাবালায়ে বখশীশ, ৯৪,৯৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

২. অর্থাৎ এ তুলনা আউলিয়া কিরামের শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। কারণ, আউলিয়া কিরামের মধ্যে তাঁর চেয়ে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী আর কেউ নয়। আম্বিয়া ও সাহাবা কিরাম, তাঁদের মযার্দা তো আলদা। مَعَاذَالله, এ নিয়ে প্রশ্ন করার সাহস কারোরই নেই এবং কোনো সুস্থ মস্থিষ্কের ব্যক্তি এমন কল্পনাও করে না। বললেন, "তার জন্য আফসোস, যার শায়খ আব্দুল ক্বাদির জিলানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ 'র সাথে সাক্ষাত হলো না।" **(ফাতাওয়া রযভিয়্যাহ, ৮/৩৮৯-৩৯০)**

www.dawateislami.net

হে আশিকানে গাউসে আ'যম, হুযুরে গাউসে আ'যম এবং অন্য আউলিয়া কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام 'র ভালবাসা অন্তরে স্থায়ী করতে এবং তাঁদের দয়ার ফয়যানে ধন্য হতে আশিকানে রাসূলের সুন্নাতে ভরা দ্বীনী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনী পরিবেশের সাথে সব সময় সম্পৃক্ত থাকুন। সম্ভব হলে প্রতি মাসে নিয়মিত গেয়ারভী শরীফের ফাতিহা দিন এবং তার বরকত অর্জন করুন। হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه 'র ভালবাসা অন্তরে বৃদ্ধির জন্য একটি মাদানী বাহার আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি। দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনী পরিবেশের সাথে আরো শক্তভাবে সম্পৃক্ত হোন।

বদ আকীদা থেকে তাওবা

হায়দারাবাদ (করাচী, সিন্ধ) 'র এক ইসলামী ভাই কিছু ভ্রান্ত মানুষের সাহচর্যে উঠাবসা করতে লাগলো। খারাপ সাহচর্যের কারণে তার ধ্যান-ধারণাও খারাপ হয়ে গেলো। তিন বছর পর্যন্ত তার এমন খারাপ ধ্যান-ধারণা সৃষ্টি হলো যে, সে ফাতিহা শরীফ ও মিলাদ শরীফের বিরোধিতা করতো। ঘরে সে এই বিষয়গুলো নিয়ে আপত্তি করতো। এই মানসিক বিকৃতির আগে তার দরুদ শরীফ পাঠ করার খুব আগ্রহ ছিলো। কিন্তু যখনই সে বেআদবদের সাহচর্যে গেলো সেই খারাপ সাহচর্যের অশুভ প্রভাবে দরুদ শরীফ পাঠ করার আগ্রহই হারিয়ে গেলো। হঠাৎ ভাগ্যের বাঁক বদলে গেলো আর তার কপালে এমনই লেখা ছিলো যে, দরুদ শরীফের ফযীলত পড়ার সেই আগ্রহ আবারো জাগ্রত হলো। নিয়মিত দরুদ শরীফ পাঠ করা শুরু করলো। একরাতে দরুদ শরীফ পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে গেলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه স্বপ্নে সবুজ গম্বুজের শোভা দেখতে পেলো। ধ্যান-

www.dawateislami.net

ধারণা বদলে যাওয়া সত্ত্বেও স্বপ্নে আপনাআপনি মুখে জারি হয়ে গেলো اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ الله। যখন সকালে ঘুম ভাঙলো তখন মনে অস্থিরতা কাজ করছিলো-এটা কি হলো? যা পছন্দ করতাম না, তাই আমার সাথে ঘটে গেলো? আমার মুখে আমি কী পড়ছিলাম? সে ভাবনায় পড়ে গেলো নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোনো ব্যাপার আছে। আমার যাচাই করা উচিৎ সত্যের পথ কোনটি? ভাগ্যক্রমে আশিকানে রাসূলের দ্বীনী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলা তার বাড়ির পাশের মসজিদে এলো। তখন সে যে কোনোভাবে কারো উৎসাহে মাদানী কাফেলায় পৌঁছে গেলো এবং তাদের সাথে মুসাফির হয়ে গেলো। যদিও সে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলো, তবুও সত্যের সন্ধানের প্রেরণায় এই সফরে রওয়ানা হয়ে গেলো। আমীরে কাফেলা ইসলামী ভাই তাকে নেক আমল পুস্তিকা সম্পর্কে অবহিত করে তার উপর আমল করার প্রেরণা দিলেন। সে এই পুস্তিকা মনযোগ দিয়ে পড়ে খুবই অবাক হলো। কারণ নেক আমল পুস্তিকায় জীবন যাপনের খুব উঁচু দরের দিকনির্দেশনামূলক নীতিতে সমৃদ্ধ। আশিকানে গাউসে আযমের সাহচর্য ও নেক আমল পুস্তিকার উপর আমল করার বরকতে তার উপর আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ হলো। সে মাদানী কাফেলার সকল ইসলামী ভাইদের জড়ো করে বললো, আমার ধ্যান-ধারণা খারাপ হয়ে গিয়েছিলো। জানিনা আগে আপনাদের সম্পর্কে কী কী বলতাম। আজ আপনারা সবাই সাক্ষী হয়ে যান, আমি আজ থেকে আমার এই এই পুরোনো আকীদা এবং ধ্যান-ধারণা থেকে সত্যিকার অর্থে তাওবা করছি আর এখন থেকে দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকার নিয়্যত করছি। ইসলামী ভাইয়েরা খুবই আনন্দিত হলো। সেই ইসলামী ভাই পরদিন ৩০ টাকার মিহিদানা আনিয়ে হুযুরে বাগদাদ, জনাবে গাউসে পাক শায়খ

www.dawateislami.net

আব্দুল ক্বাদির জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র ফাতিহা করে নিজ হাতে বিতরণ করলো। গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র বরকত তার অর্জিত হলো। সে ৩৫ বছর ধরে শ্বাসকষ্টে আক্রান্ত ছিলো। কষ্ট ছাড়া তার কোনো রাতই কাটতো না। ডান পাশের মাড়িতেও ব্যাথা ছিলো, যার কারণে ভালভাবে খেতেও পারতো না। اَلْحَمْدُ لِلّٰه মাদানী কাফেলার বরকতে সফরের সময় শ্বাসকষ্ট হলো না এবং কোনো ব্যাথা ছাড়াই খাবার খেতে পারলো। সে আরো বললো, আমার মন সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, আকীদায়ে আহলে সুন্নাত সত্য এবং আমার সুধারণা যে, দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনী পরিবেশ আল্লাহ ও তাঁর সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র কাছে মকবুল।

আতায়ে হাবীবে খুদা দ্বীনী মাহোল
হে ফয়যানে গাউস ও রযা দ্বীনী মাহোল
বাফায়যানে আহমদ রযা اِنْ شَآءَ الله
ইয়ে ফুলে ফলেগা সদা দ্বীনী মাহোল

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৪৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

স্বপ্নে সমস্যার সমাধান বলে দিলেন

হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নাঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হযরত আল্লামা আলহাজ সায়্যিদ আহমদ সাঈদ কাযিমী শাহ সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে একটি চিঠি লিখলেন- আমি একটি মাসআলার ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলাম। তখন হুযুর গাউসে আ'যম শায়খ আব্দুল ক্বাদির জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র যিয়ারত নসীব হলো। তিনি বললেন, যদি কোনো মাসআলার ব্যাপারে দ্বিধা সৃষ্টি হয়, তবে মুলতানে আমার সন্তান "কাযিমী" (অর্থাৎ সায়্যিদ আহমদ

www.dawateislami.net

কাযিমী) ‘র দিকে প্রত্যাবর্তন করো। কেননা সে হলো শেরে ইসলাম (অর্থাৎ ইসলামের বাঘ)। তারপর গাউসে আ’যম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন, সে যে কিতাব লিখছে, আমি তা পছন্দ করেছি। (মুফতী সাহেব হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ‘র পছন্দের কিতাবের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে চিঠিতে লিখেলেন) জনাব, কোন সেই কিতাব, যার প্রশংসা হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ করছেন? গাযযালীয়ে যমান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তখন “تَسْكِيْنُ الْخَوَاطِرِ فِيْ مَسْئَلَةِالْحَاظِرِ وَالنَّاظِرِ” লিখছিলেন। তিনি এই কিতাবের শুরুতে লিখেছিলেন, আমি নগন্য এই সংকলনটি সায়্যিদুনা গাউসে আ’যম হুযুর সায়্যিদ মুহিউদ্দীন শায়খ আব্দুল ক্বাদির জিলানী আল হাসানি ওয়াল হুসাইনী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ‘র মহান দরবারে উৎসর্গ করার সৌভাগ্য অর্জন করছি; যাঁর রূহানী সাহায্য ও দানক্রমে আমার মতো কারো পক্ষে এর সংকলন করার তৌফিক অর্জিত হয়েছে। **(ফয়যানে আল্লামা কাযিমী, ৬৪ পৃষ্ঠা)**

তাঁদের সবার প্রতি আল্লাহ রাব্বুল ইযযতের রহমত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجاهِ خَاتَمِ النَّبِيّن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

গাযালীয়ে যামানের কিতাবের মাদানী বাহার

আমার ছোটবেলায় একবার কেউ আল্লাহর প্রিয় ও সর্বশেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ‘র হাযির নাযির না হওয়ার ব্যাপারে কথা বললো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه গাউসে পাকের দয়া আমার অনুকুলে ছিলো। আমি তার ভুল কথাকে ভাঙানোর জন্য গাযযালীয়ে যামান হযরত আল্লামা আহমদ সাঈদ কাযিমী শাহ সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ‘র এই কিতাব “تَسْكِيْنُ الْخَوَاطِرِ فِيْ مَسْئَلَةِالْحَاظِرِ وَالنَّاظِرِ” তাকে দিলাম এবং বললাম, এটা পড়ে দেখো। সে আমার মহল্লাতেই

www.dawateislami.net

থাকতো। কিতাব পড়ার পর যখন তার সাথে আমার দেখা হলো তখন সে এতই প্রভাবিত হলো যে, সে তার মন্দ আকীদা থেকে তাওবা করলো এবং রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে হাযির নাযির হিসেবে স্বীকার করলো। আল্লাহর রহমত গাযযালীয়ে যামানের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

গাযযালীয়ে যামানের কিছু গুণাবলী

গাযযালীয়ে যামান নম্র স্বভাবের ছিলেন। তিনি অতিশয় বিনয় প্রকাশ করতেন। আমি প্রায় সব সময় তাঁকে সাক্ষাতে প্রথমে সালাম দিতে দেখেছি। এত বড় ব্যক্তিত্ব হওয়ার পরও তিনি অপেক্ষা করতেন না যে, কেউ এসে আমাকে সালাম দিক। বরং তিনি নিজেই প্রথমে সালাম দিতেন। এক লোক আমাকে বললো যে, একবার পরীক্ষামূলক তাঁর খেদমতে উপস্থিত হলাম এবং এদিক সেদিক লুকাতে লাগলাম। হঠাৎ যখন গাযযালীয়ে যামান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আমকে দেখলেন তখন সাথেসাথে নিজের পবিত্র অভ্যাস অনুযায়ী "اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ" বললেন।

গাযযালীয়ে যামানের ইলমী মর্যাদা

গাযযালীয়ে যামান হযরত আল্লামা আহমদ সাঈদ কাযিমী শাহ সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ দা'ওয়াতে ইসলামীর সর্বপ্রথম বার্ষিক ইজতিমা কাকরী গ্রাউন্ডে তাশরীফ আনেন এবং বয়ান করেন। এর ছয় বছর পর তাঁর ইন্তিকাল হলো। আমি তাঁকে জীবনের শেষ পর্যন্ত দা'ওয়াতে ইসলামীর অনুরুক্ত হিসেবে পেয়েছি। 'রহিম ইয়ার খান' এলাকার বাসিন্দা তাঁর এক

www.dawateislami.net

হাফিযে কুরআন মুরীদ বলেন, আমি গাযযালীয়ে যামানের খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। দা'ওয়াতে ইসলামী তখন নতুন নতুন শুরু হয়েছে। ঐ সময় এক ব্যক্তি দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতার ব্যাপারে আপত্তি তোলা শুরু করে দিলো। গাযযালীয়ে যামান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তা শোনার পর বিনয় প্রকাশার্থে নিজের ব্যাপারেসহ তাকে বললেন, ভাই, শোনো। ইলইয়াস ক্বাদেরী যে কাজ করছে, ঐ কাজ না আমি করতে পেরেছি; না ঐ কাজ তুমি করেছো। আমার সুধারণা ছিলো যে, গাযযালীয়ে যামান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এতো বড় আলিমে দ্বীন ছিলেন যে, তাঁর সমকক্ষ আলিম তাঁর সমকালে কমপক্ষে এশিয়ায় ছিলো না। তখন সমগ্র পৃথিবীতে তাঁর অসংখ্য শিষ্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه হযরতের সাথে আমার চিঠি ও কিতাবের লেনদেন বহুদিন অব্যাহত ছিলো। আল্লাহর রহমত গাযযালীয়ে যমান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কল্যাণার্থে মাদানী পরামর্শ

কিছু দূর্ভাগা লোক আপন দূর্ভাগ্যের কারণে مَعَاذَ الله আউলিয়া কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام 'র ক্ষমতাকে অস্বীকার করে আর مَعَاذَ الله ثُم مَعَاذَ الله অকথ্য ভাষা ব্যবহার করতেও দ্বিধা করে না। যাইহোক যদি কারো মনে আউলিয়া কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام সম্পর্কে (আল্লাহ না করুন) কোনো কুমন্ত্রণা আসে তবে তা দূর করা উচিৎ। অন্যথায় এতে আখিরাতের অনেক বড় ক্ষতির সম্মুখীন হবেন। আউলিয়া কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام কে অসম্মান করা খুব মারাত্মক। "বুখারী শরীফের" হাদীসে কুদসীতে রয়েছে- আল্লাহ পাক

www.dawateislami.net

ইরশাদ করেন, যে আমার কোনো ওয়ালীর সাথে শত্রুতা পোষণ করে, আমি তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করছি। **(বুখারী, ৪/২৪৮, হাদীস ৬৫০২)**

اَللّٰہُ اَکْبَرُ আল্লাহ পাক যখন যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ দেন তখন এমন কে আছে যে আল্লাহ পাকের সাথে মোকাবিলা করতে পারে?

হযরত আল্লামা গোলাম রাসূল রযভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হাদীসের অংশ "যে আমার কোনো ওয়ালীর সাথে শত্রুতা করলো"-এর ব্যাখ্যায় বলেন, অর্থাৎ যে ওয়ালীর সাথে শত্রুতা এই জন্যই করে যে, সে আমার ওয়ালী। আমি তার সাথে যুদ্ধ করি, তাকে ধ্বংস করে দেই আর তার উপর এমন লোক নিযুক্ত করি যে তাকে কষ্ট দিতে থাকবে। ঐ ব্যক্তির জন্য এই হলো দুনিয়ায় অপমান, আখিরাতের আযাব এর আলাদা হবে। **(তাফহীমুল বুখারী, ৯/৭৯৬)**

হযরত আল্লামা আ'লী ক্বারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আয়িম্মায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام সূত্রে বর্ণনা করেন, আল্লাহ পাক দুই ধরনের গুনাহগারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন, (১) সুদখোর (২) আউলিয়া কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام'র শত্রু এই দু'টি অনেক বড় গুনাহ। কেননা বান্দার সাথে আল্লাহর যুদ্ধ করা দ্বরা বান্দার মন্দ মৃত্যু বোঝায় আর যার সাথে আল্লাহ পাক যুদ্ধের ঘোষণা দেন, সে কখনো সফল হতে পারবে না। **(মিরক্বাত, ৫/৪১, ২২৬৬নং হাদীসের পাদটিকা)**

আল্লাহ পাক আমাদের গুনাহ ক্ষমা করুন এবং আমাদেরকে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষা করুন। আপনারা সাক্ষী থাকুন, এই পর্যন্ত দুনিয়ায় যত আউলিয়া কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام আগমন করেছেন, বর্তমানে আছেন কিংবা ভবিষ্যতে আগমন করবেন, আমি তাঁদের সকলকে ভালবাসি।

হাম কো সারে আউলিয়া সে পিয়ার হে اِنْ شَآءَ الله **আপনা বেড়া পার হে।**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

দ্বীন ও দুনিয়া ধ্বংসের কারণ

ইমামে আহলে সুন্নাত, শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ফাতাওয়া রযভিয়্যাহ শরীফে বলেন, পীরানে পীর, পীর দস্তগীর, হুযুর গাউসুল আ'যম শায়খ আব্দুল ক্বাদির জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে مَعَاذَ الله মন্দ বলা প্রাণনাশক বিষ সমতুল্য আর দ্বীন ও দুনিয়া ধ্বংসের কারণ।

(ফাতাওয়া রযভিয়্যাহ, ২১/২৮৭)

বাযে আশহাব কি গুলামী সে ইয়ে আঁখেঁ ফিরনী
দেখ উড় জায়েগা ঈমান কা তোতা তেরা।
আল আমান কাহার হে এয় গাউস ওয়ো তীখা তেরা
মরকে ভী চেয়ন সে সোনা নেহী মারা তেরা।

(হাদায়িকে বখশীশ, ২৮-২৯ পৃষ্ঠা)

হয়তো কারো এই কুমন্ত্রণা আসতে পারে যে, আমরা গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র ব্যাপারে এমন কেন বলছি? তো আল্লাহ পাক তাঁর বান্দাকে যে মর্যাদা দেওয়ার তা দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ পাক সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে বড় মর্যাদা তাঁর প্রিয় ও সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দান করেছেন। আমাদের মুখ শুকিয়ে যাবে, কলম শেষ হয়ে যাবে কিন্তু আমরা প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র শান তো দূরের কথা "شان" শব্দের "ش" হরফের নুকতা সমপরিমাণ পর্যন্ত পৌঁছাতে সক্ষম হবো না। মাওলানা হাসান রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর কিতাব "যওক্বে নাত"-এ লেখেন,

আসমাঁ গর তেরে তলওয়োঁ কা নাযারা করতা
রোয ইক চাঁন্দ তাসাদ্দুক্ব মেঁ উতারা করতা।

(যওক্বে নাত, ৩০ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

অর্থাৎ ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, যদি আসমান আপনার কদম মুবারকের নিম্নভাগ অর্থাৎ যে অংশ মাটি স্পর্শ করে তা দেখতে পেতো তবে আপনার কদম মুবারকের জন্য প্রতিদিন একটি করে চাঁদ উৎসর্গ করতো। যখন কদম মুবারকের নিম্নভাগের এমন মহিমা, তবে যিনি মহান কদমের অধিকারী সেই মহান সত্তার মহিমা কেমন হবে?

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্যারালাইসিস ভালো হয়ে গেলো

আমার আক্বায়ে নিয়ামত, সায়্যিদী ক্বুতবে মদীনা, যিয়াউদ্দীন আহমদ মাদানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন, একবার আমি মারাত্মক প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হলাম। আমার শরীরের অর্ধেক অবশ হয়ে গেলো। অসুস্থতা এত বৃদ্ধি পেলো যে, মানুষ মনে করতে লাগলো যে, এ আর বেশিদিন বাঁচবে না। এক রাতে কেঁদে কেঁদে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র দরবারে ফরিয়াদ করলাম- ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, আমাকে আমার পীর ও মুর্শিদ, আমার ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه খাদেম বানিয়ে হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র আস্তানায় পাঠিয়েছেন। যদি এই অসুস্থ্যতা কোনো ভুলের শাস্তি হয় আমার মুর্শিদের ওয়াস্তে আমাকে ক্ষমা করে দিন। অনুরূপভাবে হুযুর গাউসে পাক এবং খাজা গরীব নওয়ায رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَا 'র দরবারেও ইস্তিগাসা (ফরিয়াদ) করি। সায়্যিদী ক্বুতবে মদীনা বলেন, যখন আমার ঘুম পেলো। তখন দেখলাম যে, আমার পীর ও মুর্শিদ সায়্যিদী আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه দু'জন নূরানী চেহারা বুযুর্গের সাথে আগমন করলেন। আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه একজন বুযুর্গের দিকে ইশারা করে বললেন, যিয়াউদ্দিন, (رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه) দেখো। তিনি হলেন

www.dawateislami.net

হুযুর সায়্যিদুনা গাউসে আ'যম আর অন্যজনের দিকে ইশারা করে বললেন, আর তিনি হলেন হুযুর খাজা গরীব নওয়ায। হুযুর গাউসে আ'যম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আমার শরীরের অবশ অংশে তাঁর শিফা দানকারী হাত বুলিয়ে দিলেন আর বললেন, ওঠো, আমি স্বপ্নেই উঠে দাঁড়ালাম। এবার এই তিন বুযুর্গ নামায পড়তে লাগলেন। তারপর আমার চোখ খুলে গেলো। আল্লাহ পাকের দয়ায় اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমি সুস্থ হয়ে গেলাম। **(সায়্যিদী কুতবে মদীনা, ১২ পৃষ্ঠা)**

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিক হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

শিফা পাতে হেঁ সদহা জাঁ বালাব আমরাযে মুহলিক এয়
আজব দারুশ শিফা হে আসতানা গাউসে আ'যম কা।
জামিলে ক্বাদেরী সো জাঁ সে কুরবান মুর্শিদ পর
বানায়া জিস নে তুঝ জেয়সে কো বান্দা গাউসে আ'যম কা।

(ক্বাবালায়ে বখশীশ, ৯৪,১০১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মেমনদের মাঝে গাউসে আযমের ভক্তি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, সাধারণত "মেমন" লোকের গাউসে পাককে অনেক সম্মান করে আর তাদের মধ্যে গেয়ারভী শরীফের ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। এমনকি আমাদের মুরব্বিরা ঘর থেকে বের হওয়ার সময় বলে, যাও বাবা, গাউসে পাক জো ওয়াসীলো, পীরানে পীর জী মদদ, গাউসে পাক জো ওয়াসীলো। বর্তমান যুগ হচ্ছে প্রযুক্তির যুগ। বিভিন্ন ধরনের গোমরাহিপুর্ণ বিষয় খুব দ্রুত ছড়িয়ে যায়। اَلْحَمْدُ لِلّٰه তার বিপরীতে

www.dawateislami.net

হিদায়তের প্রচেষ্টাও অব্যাহত রয়েছে। ফেরাউনকে ধ্বংস করার জন্য হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام আগমন করেন। অনুরূপভাবে নমরুদ খোদায়ী দাবী করলে হযরত ইবরাহীম খলিলুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام তাকে বিধ্বস্ত করেন। আল্লাহ পাক আমাদেরকে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচিয়ে তাঁর আউলিয়া কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام 'র আদব বজায় রাখার তৌফিক দান করুন।

গরীবদের ধনী করে দিলেন

হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র বড় শাহজাদা হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রাযযাক্ব ক্বাদেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন, যখন আমার সম্মানিত পিতার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো তখন তিনি হজ আদায় করেন। হজের সফরে আমি তাঁর সওয়ারির লাগাম ধরেছিলাম। যখন আমরা বাগদাদ শরীফের দক্ষিণে একটি শহরে পৌঁছলাম, তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন, এখানকার সবচেয়ে গরীব ঘরের সন্ধান করো। এক জনশূন্য এলাকায় উলের একটি তাবু দেখলাম যাতে এক বৃদ্ধ পুরুষ ও মহিলা আর এক মেয়ে ছিলো। হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সেই বৃদ্ধ থেকে অনুমতি নিলেন এবং নিজের সাথীদের নিয়ে সেই জনশূন্য এলাকায় অবস্থান করলেন। সেই শহরের বড় বড় বুযুগ এবং ধনী লোকেরা তাঁর খেদমতে উপস্থিত হলো এবং আবেদন করলো যে, আপনি আমাদের কাছে বা অন্য কোনো ভাল জায়গায় তাশরীফ রাখুন। কিন্তু তিনি মঞ্জুর করলেন না। শহরের শাসক তাঁর জন্য অসংখ্য গরু, ছাগল, খাবার, স্বর্ণ, রূপা, বিভভিন্ন মালামাল এবং সফরে জন্য বাহন পাঠালো। লোকজন চারিদিক থেকে তাঁর মর্যাদাবান দরবারে উপস্থিত হলো। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর সাথীদের বললেন যে, এই সকল মালামাল থেকে আমি আমার অংশ এই পরিবারকে দান করলাম। একথা

www.dawateislami.net

শুনে তারা বললো, আমরাও আমাদের অংশ উপহার প্রদান করলাম। এভাবে সকল মালামাল সেই বৃদ্ধ পুরুষ ও মহিলা আর মেয়েটিকে দেওয়া হলো। রাতে তিনি সেখানে অবস্থান করলেন এবং সকালে রওয়ানা হয়ে গেলেন, (গাউসে আযমের সন্তান হযরত সায়্যিদ আব্দুর রাযযাক্ব ক্বাদেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন,) অনেক বছর পর সেই শহরে আমার যাওয়া হলো। আমি দেখলাম ঐ বৃদ্ধ সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সম্পদশালী। তিনি আমাকে বললেন যে, এ সব কিছু সেই রাতের বরকত যখন গাউসে পাক আমাদের এখানে তাশরীফ এনেছিলেন আর আমাদেরকে ধন্য করেছিলেন। **(বাহজাতুল আসরার, ১৯৮ পৃষ্ঠা)**

سُبْحٰنَ الله! আমার মুর্শিদ সর্বাগ্রে গরীবদের দান করলেন। কিন্তু আমাদের দৃষ্টি সম্পদশালীদের দিকে বেশি আর গরীবদের দিকে কম থাকে। আফসোস.....

কভী তো গরীবোঁ কে ঘর কোয়ী ফেরা!
হামারী ভি কিসমত জাগা গাউসে আ'যম।
মেরে খাব মে আ ভী জা গাউসে আ'যম
পিলা জামে দীদার ইয়া গাউসে আ'যম।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৫৫২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রথমে নামাযী তারপর নিয়াযী

হে আশিকানে গাউসে আ'যম, আমাদের প্রিয় পীর ও মুর্শিদ যে মহান মর্যাদা পেয়েছেন, তা আল্লাহ পাকের দানক্রমে পেয়েছেন। বিলায়ত আল্লাহ পাকের দানক্রমেই অর্জিত হয়। আউলিয়া কিরাম ফরয ও ওয়াজিব

www.dawateislami.net

কঠোরভাবে পালন করেন। এমনকি আমার পীর ও মুর্শিদ গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه প্রতিদিন হাজার রাকাত নফল নামায আদায় করতেন। পনেরো বছর ধরে প্রতি রাতে কুরআন খতম করতেন। এই হাস্তীরা হাজার হাজার রাকাত নফল নামায পড়েছেন আর আফসোস! আমাদের ফরয নামাযও পড়া হয় না। কেবল কি গাউসে পাকের নিয়ায (ফাতিহা) করে বরকত নেবো? গাউসে পাক তো নামায পড়তেন। আপনিও তাঁর ভক্ত হলে তাঁর অনুসরণ করুন। প্রথমে নামাযী হোন তারপর নিয়াযী (অর্থাৎ প্রথমে নামাকে প্রধান্য দিন তারপর ফাতিহার আয়োজন করুন)। মনে রাখবেন, নামায ফরয আর নিয়ায (ফাতিহা) মুস্তাহাব। ফরযের গুরুত্ব মুস্তাহাব থেকে বেশি। ফরয আদায় না করলে গুনাহগার হতে হবে আর মুস্তাহাবের উপর আমল না করলে গুনাহগার হতে হবে না। যে জেনে শুনে এক ওয়াক্ত নামায ত্যাগ করে, তার নাম জাহান্নামের ঐ দরজায় লিখে দেওয়া হয়, যা দিয়ে সে জাহান্নামে যাবে। আমর আক্বা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه যিনি আমাকে গাউসে পাকের ভালবাসার সুধা পান করিয়েছেন, তিনি বলেন, যে বুক্তি এক ওয়াক্ত নামায জেনে-শুনে ত্যাগ করলো, সে জাহান্নামে হাজার হাজার বছর জ্বলার যোগ্য হলো। **(ফাতাওয়া রযভিয়্যাহ, ৯/১৫৮)** এক ওয়াক্ত নামায না পড়ার যদি এই ভয়াবহ শাস্তি হয় তবে যারা মাসের পর মাস, বছরের পর বছর নামায পড়ে না তবে একটু ভাবুন তো তাদের কী পরিণতি হবে? নিয়্যত করুন اِنْ شَآءَ الله নিয়ায করি, করবো কিন্তু নামাযও ছাড়বো না।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

গাউসে আযমের ৮টি কারামত

হযরত শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন, আউলিয়া কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام 'র মধ্যে কেউই কারামতের মাপকাঠিতে গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র সমকক্ষ নন। এমনকি কিছু কিছু বুযুর্গ বলেন, হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র কারামতের অবস্থা "মুক্তোর মালা" 'র মতো। যখন ছিঁড়ে যায় তখন একের পর এক মুক্তোর দানা পড়তে থাকে। তাছাড়া তাঁর কারামতের সংখ্যা গণনার বাইরে। **(আশআ'তুল লুমআ'ত, ৪/৬১০)**

(১) মুরগী জীবিত হয়ে গেলো (কারামত)

হুযুর গাউসে পাক, শাহানশাহে বাগদাদ, হযরত শায়খ আব্দুল ক্বাদির জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র খেমদতে এক মহিলা এই বলে তাঁর ছেলেকে রেখে গেলো যে, সে আপনাকে অনেক ভালবাসে, তাকে শিক্ষা দান করুন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাকে গ্রহণ করে মুজাহাদা (অর্থাৎ ইবাদত ও রিয়াযতে) লিপ্ত করে দিলেন। একদিন তার মা এলো। দেখলো ক্ষুধা ও রাত্রি জাগরণের (অর্থাৎ রাত জেগে ইবাদত করার) কারণে ছেলে অনেক দূর্বল হয়ে গেছে। সে যব শরীফের রুটি খাচ্ছে। ঐ মা হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র খেদমতে উপস্থিত হলো। দেখলো তাঁর সামনে একটি পাত্রে মুরগির হাঁড় রাখা আছে, যা গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আহার করেছিলেন। ঐ মহিলা আরয করলো, ইয়া গাউসে আ'যম, আপনি নিজে মুরগির মাংস খেলেন আর আমার ছেলেকে জবের রুটি খেতে দিলেন। একথা শুনে হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আপন হাত মুবারক মুরগীর হাঁড়গুলোর উপর রাখলেন এবং বললেন, قُوْمِیْ بِاِذْنِ اللهِ الَّذِیْ یُحْیِی الْعِظَامَ وَ هِیَ رَمِیْمٌ অর্থাৎ আল্লাহ

www.dawateislami.net

পাকের হুকুমে জীবিত হয়ে যাও যিনি গলে যাওয়া হাঁড়কে জীবিত করবেন। একথা বলামাত্র মুরগী সাথেসাথে জীবিত হয়ে একেবারে সুস্থ সবলরূপে দাঁড়িয়ে আওয়াজ করতে লাগলো। হুযুর গাউসে পাক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বললেন, যখন তোমার ছেলে এই মর্যাদায় পৌঁছে যাবে তখন যা ইচ্ছা খেতে পারবে। **(বাহজাতুল আসরার, ১২৮ পৃষ্ঠা)**

আল্লাহ রাব্বুল ইযযতের রহমত গাউসে পাকের উপর বর্ষিত হোক এবং তাদের সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।

اٰمِین بِجاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

জিস তরহ মুরদে জিলায়ে ইস তরহ মুর্শিদ মেরে
মুরদা দিল কো ভী জিলা, ইয়া গাউসে আ'যম দস্তগীর

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৫৪৭ পৃষ্ঠা)

কাব্যের ব্যাখ্যা: হে আমার প্রিয় পীর ও মুর্শিদ গাউসে পাক, আপনি যেভাবে (আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে) মৃতদের জীবিত করেছেন। ঠিক সেভাবে আমার মৃত অন্তরকেও জীবিত করে দিন।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

(২) গমে বরকত হলো (কারামত)

শায়খ আবুল আ'ব্বাস আহমদ ক্বারাশী বাগদাদী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন, একবার বাগদাদ শরীফে দুর্ভিক্ষ চলছিলো। আমি নিজের ক্ষুধা ও অধিক সন্তান সন্ততির বিষয়ে গাউসিয়্যতের দরবারে উল্লেখ করলাম। তখন হযরত শায়খ আব্দুল ক্বাদির জিলানী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ আমার জন্য এক ওয়াইবা (ওজন পরিমাপের একটি একক) গম নিয়ে বললেন যে, এগুলো একটি বস্তায় ঢেলে এর মুখ বন্ধ করে দাও আর বস্তার এক কোনা ছিঁড়ে বের করে

www.dawateislami.net

পিষে খেতে থাকো। কিন্তু এর মুখ কখনোই খুলবে না। শায়খ আবুল আ'ব্বাস رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন, সেই বস্তা থেকে ৫ বছর ধরে গম বের করে খেয়েছিলাম। একদিন আমার স্ত্রী বস্তার মুখ খুলে ফেললো। তখন সে গম ৭ দিনে শেষ হয়ে গেলো। আমি হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র খেদমতে এ ব্যাপারে আরয করলাম। তিনি বললেন, যদি তুমি তা এভাবে রেখে দিতে আর এর মুখ না খুলতে, তবে তোমার মৃত্যু পর্যন্ত তা থেকে খেতে পারতে। **(বাহজাতুল আসরার, ১৩০ পৃষ্ঠা)**

ওয়ো অউর হে জিন কো কহিয়ে মুহতাজ
হাম তো হেঁ গাদায়ে গাউসে আ'যম।
জো দম মে গনি করে গাদা কো
ওয়ো কিয়া হে আতায়ে গাউসে আ'যম।

(যওক্বে নাত, ১৭৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কারামাত সত্য

হে আশিকানে গাউসে আ'যম, আহলে সুন্নাতের সর্বসম্মত আকীদা হলো সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এবং আউলিয়া কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام 'র কারামত সত্য। প্রত্যেক যুগে আল্লাহওয়ালাদের কারামত প্রকাশ পায় এবং اِنْ شَآءَ الله কিয়ামত পর্যন্ত এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে। হযরত শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন, আল্লাহ ওয়ালাদের থেকে কারামত প্রকাশ পাওয়া কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

(আশআ'তুল লুমআ'ত, ৪/৫৯৫)

www.dawateislami.net

পারা ৩ সূরা আলে ইমরানের ৩৭ নং আয়াতে আল্লাহর প্রিয় নবী হযরত ঈসা রুহুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام 'র সম্মানিতা আম্মাজান হযরত বিবি মরিয়ম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا 'র কারামত অনেকটা এভাবে বর্ণিত হয়েছে-

كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يٰمَرْيَمُ اَنّٰى لَكِ هٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۳۷﴾

(পারা ৩, সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৩৭)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: যখন যাকারিয়া তার নিকটতর নামায পড়ার স্থানে যেতো তখন তার কাছে নতুন রিযিক্ব পেতো। বললো, 'হে মরিয়ম, এটা তোমার কাছে কোথেকে এলো?' বললো, 'সেটা আল্লাহর কাছে থেকে।' নিশ্চয়ই, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অগণিত দান করেন।[৩]

হাদীস শরীফ থেকে কারামতের প্রমাণ: হাদীসের কিতাবে কারামতের ব্যাপারে অসংখ্য বর্ণনা বিদ্যমান। কিছু উলামা ও মুহাদ্দিস এই বিষয়ে সম্পূর্ণ কিতাব লিখেছেন। আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰہُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র প্রিয় সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ 'র ইলমে গায়ব (অর্থাৎ অদৃশ্যের জ্ঞান) দেখুন যে, নিজের মৃত্যু, মৃত্যুর অবস্থা, সুন্দর পরিণতি ইত্যাদি সবকিছুর সংবাদ আগেই দিয়েছেন। যেমনটি হযরত জাবির رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বলেন, উহুদের যুদ্ধে আমার পিতা আমাকে রাতে ডেকে বললেন, আমি আমার ব্যাপারে ধারণা করছি যে, নবীয়ে আকরাম صَلَّى اللّٰہُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র সাহাবাদের মধ্যে প্রথম শহীদ আমি হবো। আমার কাছে রাসূলুল্লাহ

৩. হযরত মরিয়ম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا 'র কাছে গ্রীষ্মকালের ফল শীতে আর শীতের ফল গ্রীষ্মকালে বিদ্যমান থাকতো। আসহাবে কাহাফের তিনশত নয় (৩০৯) বছর পর্যন্ত বিনা পানাহারে ঘুমিয়ে থাকাও (কারামাতের দলীল) বহন করে। (তুহফাতুল মুরীদ, ৩৬৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ‘র পর তুমি সবচেয়ে বেশি প্রিয়। আমার ঋণ রয়েছে তুমি তা আদায় করে দিও আর নিজের বোনদের জন্য কল্যাণের উপদেশ গ্রহণ করো। হযরত জাবির رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন, আমি দেখলাম, সকালে সর্বপ্রথম শহীদ তিনিই ছিলেন। **(বুখারী, ১/৪৫৪, হাদীস ১৩৫১)**

(৩) গাউসে আযমের বরকত (কারামত)

হযরত শায়খ ইসমাইল বিন আ’লী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন, হযরত শায়খ আ’লী বিন হাইতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যখন অসুস্থ হতেন তখন মাঝে মাঝে আমার কাছে আগমন করতেন এবং কয়েকদিন কাটাতেন। একবার তিনি সেখানে অসুস্থ হয়ে গেলেন। তখন তাঁকে দেখতে পীরানে পীর, হযরত শায়খ আব্দুল ক্বাদির জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বাগদাদ শরীফ থেকে তাশরীফ আনলেন। এভাবে আমার বাড়িতে দু’জন আউলিয়া কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام ‘র পদার্পণ হলো। আমার এখানে দু’টি খেজুরের গাছ ছিলো যা ৪ বছর হলো শুকিয়ে গেছে। এতে ফল ধরতো না। সেগুলো কেটে ফেলার মনস্থির করেছিলাম। হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সেগুলোর একটির নিচে ওযু করলেন অপর গাছের নিচে দুই রাকাত নফল নামায পড়লেন। দেখতে দেখতে গাছ দু’টি সতেজ হয়ে গেলো, পাতা গজালো আর এক সপ্তাহের মধ্যেই এগুলোতে ফল ধরলো। অথচ তখন খেজুরের মৌসুম ছিলো না। আমার জমির কিছু খেজুর নিয়ে তাঁর খেদমতে পেশ করলাম তখন তিনি তা খেলেন এবং আমাকে বললেন, আল্লাহ পাক তোমার জমি, তোমার দিরহাম, তোমার সা’ (ওজন পরিমাপের একক) এবং তোমার (পশুর) দুধে বরকত দিক।

হযরত শায়খ ইসমাইল বিন আ’লী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন, (হুযুর গাউসে আ’যম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ‘র বরকতে) আমার জমিতে সেই বছর থেকে ২ থেকে ৪

www.dawateislami.net

গুণ বেশি ফসল পাওয়া শুরু হলো। এখন আমার অবস্থা এমন যে, এক দিরহাম খরচ করলে এর বিনিময়ে আমার কাছে ২ থেকে ৩ গুণ সম্পদ আসতো। ১০০ বস্তা গম কোথাও রেখে তা থেকে ৫০ বস্তা খরচ করে অবশিষ্টগুলো দেখলে তখনও ১০০ বস্তাই বিদ্যমান থাকতো। আমার পশুগুলো এমনভাবে বাচ্চা দিতো যে, আমি সেগুলো গুনতে ভুল করতাম।

(বাহজাতুল আসরার, ৯১ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।

اٰمِین بِجاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

ওয়াসায়িলে বখশীশে রয়েছে-

বাহার আয়ে মেরে ভী উজড়ে চামান মেঁ
চালা কোইয়ী এয়সী হাওয়া গাউসে আ'যম।
রাহে শাদ আবাদ মেরা ঘরানা
করম আযপায়ে মুস্তফা গাউসে আ'যম।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৫৫৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

(৪) গাউসে আ'যম যুগের বাদশাহ (কারামত)

আমার মুর্শিদ, শাহানশাহে বাগদাদ, হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র মুবারক যুগে এক বুযুর্গ সায়্যিদী আব্দুর রহমান তাফসূনজী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একবার মিম্বরে উঠে বললেন, "আমি আউলিয়াদের মাঝে এমন, যেমন পাখিদের মধ্যে বক (সবচেয়ে লম্বা গলাযুক্ত পাখি)" সেখানে গাউসে আ'যম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র মুরীদ হযরত সায়্যিদী আহমদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ও উপস্থিত ছিলেন। তিনি হুযুর গাউসে পাকের উপর অন্য কাউকে ফযীলত দেওয়া

www.dawateislami.net

অপছন্দ করলেন এবং গুদড়ী (অর্থাৎ ফকীরদের অসংখ্য তালি লাগানো জুব্বা) ফেলে দাঁড়িয়ে গেলেন। হযরত সায়্যিদী আব্দুর রহমান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত আর পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখলেন। মোটকথা কয়েকবার এভাবে তাকালেন আর চুপ হয়ে গেলেন। লোকজন হযরত আব্দুর রহমান তাফসুনজী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র কাছে কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বললেন, আমি তাঁর শরীরে দেখলাম যে, তাঁর শরীরের কোনো লোম আল্লাহর রহমতবিহীন ছিলো না। তাকে বললাম, গুদড়ী পরিধান করুন। গাউসে আযমের মুরীদ বললেন, ফকীর যে পোশাক খুলে ফেলে দেয় তা দ্বিতীয়বার পরে না। তাঁর ঘর বারো দিনের দূরত্বে ছিলো। তিনি তাঁর স্ত্রীকে আহ্বান করলেন, ফাতিমা, আমার পোশাক দাও। সম্মানিতা স্ত্রী সেখান থেকেই হাত বাড়িয়ে পোশাক দিলেন এবং তিনি এখান থেকে হাত বাড়িয়ে পরে নিলেন। হযরত সায়্যিদী আব্দুর রহমান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ জিজ্ঞাসা করলেন, কার মুরীদ? বললেন, হুযুর গাউসে আযমের। হযরত আব্দুর রহমান তাফসুনজী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের দু'জন মুরীদকে বাগদাদ শরীফ পাঠালেন যে, হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র দরবারে গিয়ে আরয করো যে-বারো বছর ধরে আল্লাহর নৈকট্যে উপস্থিত হচ্ছি। আপনাকে না যেতে দেখলাম, না আসতে দেখলাম। সেই দু'জন মুরীদ এদিক থেকে গেলো আর ওদিকে হুযুর গাউসে আ'যম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের দু'জন মুরীদকে বললেন, তাফসূনজ যাও। পথে শায়খ আব্দুর রহমান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র দু'জন লোক পাবে। তাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। আর শায়খ আব্দুর রহমান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে উত্তর দাও যে, যে উঠানে রয়েছে, সে দালানের ভেতরের মানুষকে কীভাবে দেখবে? যে দালানে রয়েছে সে এর চেয়েও ভেতরে কীভাবে দেখবে? আর যে এরও ভেতর বিশেষ জয়গায় থাকে? আমি সেই বিশেষ জায়গায়

www.dawateislami.net

রয়েছি।আর এর নিদর্শন হলো অমুক রাতে বারো হাজার আউলিয়া কিরামকে খিলআত দান করা হয়েছিলো। মনে করুন, আপনি যেই খিলআত পেয়েছেন তা সবুজ ছিলো এবং এতে স্বর্ণ দ্বারা "قُلْ هُوَ اللّٰهُ" লেখা ছিলো। একথা শুনে শায়খ আব্দুর রহমান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মাথা নত করে ফেললেন আর বললেন, صَدَقَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ وَهُوَ سُلْطَانُ الْوَقْت অর্থাৎ শায়খ আব্দুল ক্বাদির (رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ) সত্য বলেছেন এবং তিনিই হলেন যুগের বাদশা। **(বাহজাতুল আসরার, ৬০-৬১ পৃষ্ঠা)**

হে আশিকানে গাউসে আ'যম, আল্লাহ পাক তাঁর নেককার বান্দা আউলিয়া কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام কে মহান শান ও মান দ্বারা ধন্য করেছেন। তাঁরা আল্লাহ পাকের দানক্রমে অনেক ক্ষমতা রাখেন। কুরআন শরীফে হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام 'র একজন উম্মত, হযরত আসিফ বিন বরখিয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهُ 'র অসংখ্য কিলোমিটার দূরে রানি বিলকিসের "অনেক বড় সিংহাসন" চোখের পলকেই হাজির করার কারামত বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন পারা ১৯, সূরা নামলের ৪০ নং আয়াতে রয়েছে-

قَالَ الَّذِیْ عِنْدَهٗ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ اَنَا اٰتِیْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ یَّرْتَدَّ اِلَیْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَاٰهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهٗ قَالَ هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّیْ

(পারা ১৯, সূরা নামল, আয়াত ৪০)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: ঐ ব্যক্তি আরয করলো, যার নিকট কিতাবের জ্ঞান ছিলো, 'আমি সেটা হুযূরের সম্মুখে হাযির করবো চোখের একটা পলক ফেলার আগেই'। তারপর যখন সুলাইমান সিংহাসনটা তার কাছে রক্ষিত অবস্থায় দেখতে পেলো, তখন বললো, 'এটা আমার রবের অনুগ্রহে।

www.dawateislami.net

যখন হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام 'র উম্মতের একজন "আল্লাহর ওয়ালী"র যদি এই শান হয়, তবে হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام 'র আক্বা, সকল নবীদের সর্দার, মদীনার তাজেদার صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র উম্মতের অনেক উচ্চ স্তরের ওয়ালী বরং ওয়ালীদের সর্দার, হুযুর গাউসে পাক, শায়খ আব্দুল ক্বাদির জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র শান ও মান কেমন হবে?

(৫) মৃগী রোগ সুস্থ করলেন (কারামত)

বাহজাতুল আসরারে রয়েছে- হুযুর গাউসে আ'যম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র যুগে এক ব্যক্তির 'মৃগী রোগ' হলো। গাউসে পাক বললেন, তার কানে বলে দাও, "গাউসে আ'যম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র নির্দেশ হলো- বাগদাদ থেকে বের হয়ে যাও।" অতএব তখনই সে ভালো হয়ে গেলো এবং এখনো পর্যন্ত বাগদাদ শরীফে মৃগী রোগ হয়না। **(বাহজাতুল আসরার, ১৪০ পৃষ্ঠা)**

ওয়াহ কিয়া মরতবা এয় গাউস হে বালা তেরা
উঁচে উঁচো কে সরোঁ সে কদম আ'লা তেরা

(হাদায়িকে বখশীশ, ১৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৬) টাকার থলে থেকে রক্ত বের হতে লাগলো (কারামত)

হযরত আবুল আব্বাস খিযর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন, এক রাতে আমি বাগদাদ শরীফে হুযুর গাউসে আ'যম দস্তগীর শায়খ আব্দুল ক্বাদির জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র মাদরাসায় ছিলাম। একজন খলিফা তাঁর মহান খেদমতে উপস্থিত হয়ে সালাম জানালো। তারপর উপদেশ প্রার্থনা করে ১০ থলে টাকা পেশ করলো। সেই থলেগুলো তার খাদেম তুলতে

www.dawateislami.net

যাচ্ছিলো। গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন, আমার এই থলেগুলোর প্রয়োজন নেই। কিন্তু খলিফা ফিরিয়ে নিতে অস্বীকার করলো এবং গ্রহণ করার জন্য জোর করলো। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একটি থলে তাঁর ডান হাতে এবং আরেকটি বাম হাতে নিলেন। তারপর উভয়টি চাপ দিলেন। তখন তা থেকে রক্ত বইতে লাগলো। তারপর তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সেই খলিফাকে বললেন, "তুমি কি আল্লাহকে লজ্জা করো না? মানুষের রক্ত আমার কাছে নিয়ে এসেছো? একথা শুনে সে বেহুঁশ হয়ে গেলো।" **(বাহজাতুল আসরার, ১২০ পৃষ্ঠা)**

করম চাহিয়ে তেরা তেরে খোদা কা
করম গাউসে আ'যম করম গাউসে আ'যম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, আল্লাহ ওয়ালাদের দুনিয়াবী সম্পদের চাহিদা থাকে না। দুনিয়াবী ধন সম্পদ তাঁদের কাছে হাতের ময়লার মতো। তাঁরা মাটির ঢেলাকে আদেশ দিলে তা স্বর্ণে পরিণত হয়। বরং হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তো ধৈর্য ও অল্পে তুষ্টির উৎসাহ দিয়ে বলেন, দৌড়- ঝাঁপের কারণে বণ্টিত রিযিক হতে বেশি পাবে না আর অল্পে তুষ্টির কারণে কম পাবে না, তাই আল্লাহর সন্তুষ্টিতেই সন্তুষ্ট থাকো।

(মিরআতুল মানাজীহ, ৭/১৩। মিরক্বাত, ৯/২৫, ৫১৭১ নং হাদীসের পাদটিকা)

মাল ও দৌলত কী তলব হাম কো নেহীঁ হে মুর্শিদ
হাম ফক্বত তেরে তলবগার হেঁ গাউসে আ'যম

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৫৬০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

কারামতের অস্বীকার করা গোমরাহী

হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী আমজাদ আ'লী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন, আউলিয়া কিরামের কারামত সত্য, তা অস্বীকারকারী গোমরাহ। **(বাহারে শরীয়ত, ১/২৬৯, ১ম অংশ)** কারামতের অনেক প্রকার রয়েছে, যেমন; দীর্ঘ দূরত্ব মুহূর্তেই অতিক্রম করা, পানির উপর হাঁটা, আকাশে ওড়া, মনের কথা জেনে ফেলা এবং দূরের জিনিস দেখা ইত্যাদি।

(৭) ১০০ জন উলামার প্রশ্ন (কারামত)

হযরত মুফাররাজ বিন নাবহান শায়বানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন, যখন হযরত শায়খ আব্দুল ক্বাদির জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ প্রসিদ্ধ হয়ে গেলেন তখন বাগদাদের একশত সবেচেয়ে প্রাজ্ঞ উলামা এই বিষয়ে একমত হলো যে, প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান ও শাস্ত্রের ব্যাপারে হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে আলাদা আলাদা ভাবে প্রশ্ন করবেন। যাতে এই প্রশ্নের মাধ্যমে হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে নিরুত্তর করে দেওয়া যায়। এই ভেবে সবাই হুযুর হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র খেদমতে উপস্থিত হলো। আমিও গাউসে পাকের দরবারে উপস্থিত ছিলাম। যখন সে আলিমগণ এসে বসে গেলেন তখন পীরানে পীর, রওশন যমীর গাউসে আ'যম দস্তগীর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মাথা নত করলেন। তাঁর বুক মুবারক থেকে এমন একটি আলো বের হলো, যা ঐ সকল লোকই দেখতে পেলো, যাদেরকে আল্লাহ পাক দেখাতে চেয়েছেন। ঐ আলো গিয়ে যখন সকল আলিমের বুকে পৌঁছলো তখন সবাই অস্থির হয়ে ছটফট করতে লাগলো। তারপর খালি মাথায় তারা হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র মিম্বর শরীফের কাছে উপস্থিত হলো। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একে একে সবাইকে আলিঙ্গন করে বললেন, তোমার প্রশ্ন

www.dawateislami.net

ছিলো এটা আর তার উত্তর হলো এটা। এভাবে এক এক করে সবার প্রশ্ন ও তার উত্তর প্রদান করলেন। যখন এই মাহফিল শেষ হলো তখন আমি সেই আলিমদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম যে, কী ব্যাপার? তখন তারা (হুযুর গাউসে পাক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ কে পরীক্ষা করার ক্ষতি বর্ণনা করে বললো যে,) যখন আমরা সেখানে এসে বসলাম তখন হঠাৎ সবকিছু এমনভাবে ভুলে গেলাম যেনো আমরা কিছু জানিনা। কিন্তু যখন হুযুর গাউসে পাক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ আমাদেরকে তাঁর মুবারক বুকে লাগালেন তখন আমাদের প্রত্যেকের "জ্ঞান" ফিরে এলো। তার চেয়েও আশ্চর্যের বিষয় হলো হুযুর গাউসে পাক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ আমাদের প্রশ্নের এমন উত্তর দিলেন, যা আমরা আগে জানতাম না। **(ক্বলায়িদুল জাওয়াহির, ৩৩ পৃষ্ঠা। বাহজাতুল আসরার, ৯৬ পৃষ্ঠা)** আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

ফক্বীহোঁ কে দিলোঁ সে ধো দিয়ে উন কে সাওয়ালোঁ কো
দিলোঁ পর হে বনী আদম কে কবযা গাউসে আ'যম কা

(ক্বাবালায়ে বখশীশ, ৫৪ পৃষ্ঠা)

হে আশিকানে গাউসে আ'যম, মনের কথা অবগত ব্যক্তিকে "রওশন যমীর" বলা হয় আর আমাদের প্রিয় গাউসে পাক আল্লাহর দানক্রমে মনের কথা জানতে পারতেন। "আল্লাহর দানক্রমে" যখন বলা হয় এরপর থেকে কোনো শয়তানি কুমন্ত্রণা আসা অনুচিৎ। কেননা আল্লাহ পাক তাঁর বান্দাকে গোপন বিষয়, গোপন কাজের সংবাদ দান করতে সক্ষম আর তিনি যাকে ইচ্ছা এই নিয়ামত দ্বারা ধন্য করেন। আমাদের গাউসে পাক তো আল্লাহর সর্বাধিক মক্ববুল আউলিয়া কিরামের অন্তর্ভূক্ত।

www.dawateislami.net

আপ হে পীরোঁ কে পীর অউর আপ হে রওশন যমীর
আপ শাহে আতক্বিয়া ইয়া গাউসে আ'যম দস্তগীর।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৮) জ্বীনেরা আসতে দেরী করে দিলো (কারামত)

শায়খ আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া বিন আবী নাসার সাহরাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র পিতা বলেন, আমি এক আমলের মাধ্যমে জীনদের ডাকলাম। তারা অনেক দেরী করলো। তারপর তারা আমার কাছে এলো এবং বলতে লাগলো, যখন শায়খ সায়্যিদ আব্দুল ক্বাদির জিলানী, ক্বুতুবে রাব্বানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বয়ান করেন, তখন আমাদের ডাকার চেষ্টা করো না। আমি বললাম, কেন? তারা উত্তর দিলো, আমরা হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মজলিশে উপস্থিত থাকি। আমি বললাম, তোমরাও তাঁর মজলিশে যাও? তারা বললো, হ্যাঁ। পুরুষদের মধ্যে অধিক সংখ্যায় আমরাই থাকি। আমাদের অনেক দল ইসলাম গ্রহণ করেছে আর তারা সকলেই হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র হাতে তাওবা করেছে। **(বাহজাতুল আসরার, ১৮০ পৃষ্ঠা)**

থরথরাতে হেঁ সভী জিন্নাত তেরে নাম সে
হে তেরা ওয়ো দবদবা ইয়া গাউসে আ'যম দস্তগীর।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

Next Week's Booklet

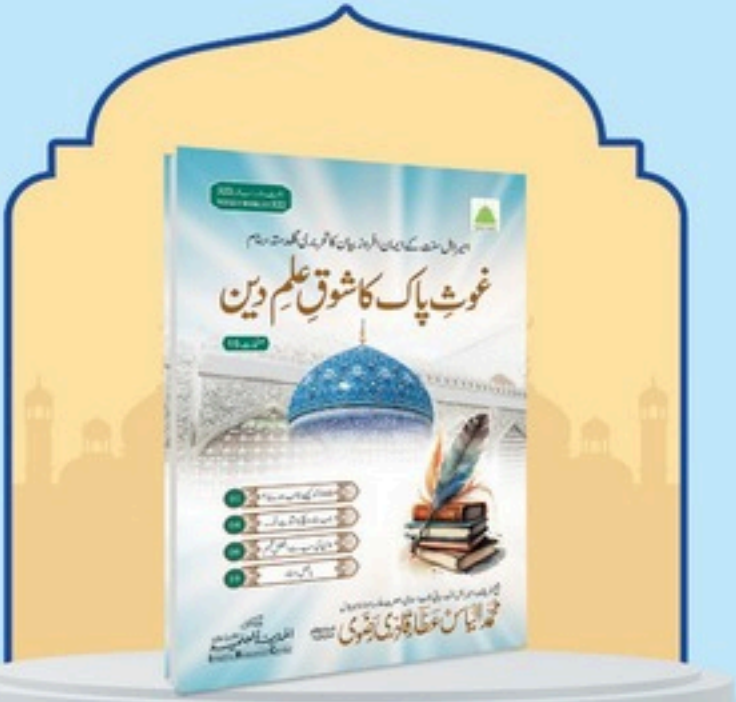

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯
কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬
E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net